Sanatan Dharma

শ্রীকৃষ্ণ নররূপে প্ররব্রহ্ম

শ্রীকৃষ্ণ নররূপে প্ররব্রহ্ম।
এইটা বেদাদি শাস্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে।
ভাগবত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বা ঈশ্বরের সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে বর্ণনা করে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে পরমব্রহ্ম হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং অর্জুনকে এই সত্য উপলব্ধি করতে উৎসাহিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলা বা ঐশ্বরিক কার্যকলাপের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং ভক্তদের মুক্তি ও ভক্তির পথ দেখিয়েছেন। পরমব্রহ্ম নিরাকার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলার মাধ্যমে এই নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার রূপে প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে নর রূপে পরমব্রহ্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যিনি ভক্তদের জন্য ঈশ্বর লাভের পথ খুলে দেন।
ভগবান বলছেন—
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।১৮।।
অর্থাৎ—বেদে তিনি পুরুষোত্তম নামে খ্যাত।শ্রীভগবানের উক্তির মধ্য যে অর্থ তার গভীরতা অনেক। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম পুরুষোত্তম। এইরূপ বেদে সেই পুরুষোত্তম এর বন্দনা করেন যিনি পরব্রহ্ম।

তাই বেদে সত্যং ঋতং বৃহৎ এর কথা বলেন।বীরের সহিত বৃহৎ এর কথা বলেন।অব্যশই অনু জীবের কাছে বিভু পুরুষোত্তম। সেই পুরুষোত্তম বেদে খ্যাত।সেই পুরুষোত্তমই লোক ও বেদে কৃষ্ণ। ইহার অর্থে শ্রীপাদ বলদেবজী বলছেন–

"নিরুক্তেঃ; বেদে,--"তাবদেষ সং প্রসাদোংস্মাচ্ছরীরাৎ সমুখায় পরং জ্যোতী-রূপং সংপণ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পিদস্থ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ” ইত্যাদৌ প্রথিতিঃ; -যৎ পরং জ্যোতিঃ সংপ্রসাদেনোপসম্পন্নং, স উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মেত্যর্থঃ। লোকে চ,- "তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যন্ত ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ” ইত্যাদৌ প্রথিতিঃ" ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় চতুর্থ অধ্যায় হতে নিজের ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করছেন।পূর্বে অর্জুন তাহা বুঝতে পারলেন না।যখন অর্জুনকে আত্ম সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করলেন।বহু জন্মের কথা স্মরণ ও আত্মার নিত্যত্বতা ও অবিনাশী ও আত্মস্বরূপের প্রকাশ করিয়েছেন।তখনই ভগবান সেই অর্জুনের সমক্ষে নিজের ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করলেন।

সেই গীতার ৪–৬ তে

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানীমীম্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।।৬।।

অনুবাদঃ যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয় এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি আমার আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

এইরূপ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্বা স্থাপিত হয়।

এইরূপ বিষয়ে ভাগবতমের সুন্দর দৃষ্টান্ত না দিলেই নয়।

ভাগবতম বলেন;

কৃতবান্ কিল বীর্ষাণি সহ রামেণ কেশবঃ। অতিম্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ।
১/১/২০।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে গোপন রেখেলোকেচক্ষুর সামনে এমন আচরণ করতেন যেন মনে হতো তিনি কোনও সাধারণ মানুষ, যদিও বলরামের সাথে এমন লীলাও করছেন, এমন পরাক্রমও দেখিয়েছেন, যা মানুষের পক্ষে অসাধ্য।। ২০।

যিনি গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ তিনি অন্তত্য বিষ্ময়কর বিষয়।

তাই শ্রীকৃষ্ণের উক্ত ভাব বিষয় যাহারা বুঝেন না তারাই মানবরূপি বলে তাহার অবজ্ঞা করেন।

তাই ভগবান গীতায় পুনঃ বলছেন–

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানষীং তনুমাশ্রিতম্।

পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।১১।।

অনুবাদঃ আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই, তখন মুর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।

Published on: Aug, 13 2025 17:35